HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ০১ মনোভাবের প্রকৃতি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মনোভাবের প্রকৃতি
টপিক ০২: মনোভাবের বৈশিষ্ট্যাবলি
টপিক ০৩: মনোভাব ও মতামত
টপিক ০৪: মনোভাবের গঠন
টপিক ০৫: মনোভাবের পরিমাপ
টপিক ০৬: মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া
টপিক ০৭: মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন
টপিক ০৮: বদ্ধমূল ধারণা
টপিক ০৯: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: মনোভাবের প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মনোভাবের প্রকৃতি

সমাজ মনোবিজ্ঞানীদের অনেকে মনোভাবকে এক প্রকার দৈহিক প্রস্তুতি, স্নায়ু ও পেশিতন্ত্রের কর্মপ্রবণতা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। এঁদের মতে মনোভাব হলো বিশেষ একটি দিকে ক্রিয়া করার দৈহিক প্রস্তুতি। কিছু সংখ্যক সমাজ মনোবিজ্ঞানী আবার মনোভাবকে দৈহিক প্রস্তুতি হিসেবে বর্ণনা করতে আগ্রহী নন। এরা মনোভাবকে মানসিক প্রস্তুতি বলে গণ্য করার পক্ষপাতী।

মনোভাবের যে সকল সংজ্ঞার্থ প্রচলিত আছে তাদের প্রত্যেকটিতে কোন বিষয়ের প্রতি 'প্রবণতা', কিংবা কোন বিষয় সম্পর্কে 'প্রস্তুতি', অথবা কোন বিষয়ের সাথে 'সঙ্গতিসাধন' ইত্যাদির কথার উল্লেখ করা হয়েছে। যে ভাষাই উল্লেখ করা হোক না কেন, মনোভাবের স্বরূপধর্ম যে এক তা স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ মনোভাব হলো 'প্রস্তুতিমূলক সক্রিয়তা'- এ বিষয়ে সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা একমত।

আলপোর্ট (Allport, 1935)-এর সংজ্ঞানুযায়ী, "মনোভাব হচ্ছে ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠিত মানসিক ও স্নায়বিক প্রস্তুতি যা ব্যক্তিকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে বিশেষ ভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়া করতে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।"

(Attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experiance, exarting a directive and dynamic influence upon the individual's response to all objects and situation with which it is related. Gordon W. Allport, 1935.)

মনোভাবের প্রকৃতি

বেম (Bem, ১৯৭০) বলেন, "মনোভাবকে কোনো জনগণ, বিষয়, ধারণা অথবা ঘটনাসমূহের ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক মূল্যায়ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।"

(Attitudes can be defined as positive or negative evaluations of people, objects, ideas or events, উৎস : Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 422)

সেকর্ড এবং ব্যাকমান বলেন, "মনোভাব শব্দটি একজন ব্যক্তির পরিবেশের বিষয়ের প্রতি তার অনুভূতি, চিন্তাভাবনা এবং প্রবণতার নির্দিষ্ট নিয়মাবলিকে নির্দেশ করে।"

(The term attitudes refers to certain regularities of an individual's feeling, thoughts and predispositions to act toward some aspects of his environment. উৎস: Social Psychology; McGraw-Hill Book Company; 1964; P. 97)

মারফি, মারফি ও নিউকোম্ব (Murphy G., Murphy L. and Newcomb T., 1937) বলেন, "মনোভাব হলো কোনো কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে যাবার পূর্ব প্রস্তুতি।"

রোজেনবার্গ (Rosenberg, 1950)-এর মতে, "মনোভাব হলো কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রতি ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া।"

মনোভাবের প্রকৃতি

জিম্বার্ডো ও এবেসেন (Zimbardo and Ebbesen, 1970) বলেন, "মনোভাব হলো অবহিতি ও অনুভূতির মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করবার প্রবণতা।"

কোনো বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি, বিশেষ কোনো শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তি অথবা বিশেষ কোনো গোষ্ঠী, সামাজিক কোনো সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়ার পূর্বাপর সঙ্গতিসম্পন্ন রীতিকেই মনোভাব বলা হয়। চিন্তা, বিশ্বাস, অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা নিয়েই মনোভাব গঠিত হয়। কাজেই মনোভাব হলো বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ০২ মনোভাবের বৈশিষ্ট্যাবলি

টপিক ০২: মনোভাবের বৈশিষ্ট্যাবলি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মনোভাবের বৈশিষ্ট্যাবলি

আমাদের পরিবেশের বিশেষ একটি বিষয়ে আমরা যে বিশিষ্ট আচরণ করি তা আমাদের মনোভাবে দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজ মনোবিজ্ঞানী শেরিফ (Sherif) মনোভাবের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১। মনোভাব জন্মগত নয়। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তির অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া অর্থাৎ মিথস্ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে মনোভাব অর্জিত হয়। মনোভাবের জৈবিক ভিত্তি থাকলেও মনোভাব কিন্তু জৈবিক চাহিদা থেকে উদ্ভূত নয়।

২। মনোভাব মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী। মনোভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয় না। তবে মনোভাব যেহেতু জন্মগত নয়, অভিজ্ঞতার প্রভাবে অর্জিত, সেহেতু অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের ফলে মনোভাবের পরিবর্তন হতে পারে।

৩। মনোভাব সর্বদাই ব্যক্তির সাথে তার পরিবেশের একটি বিশেষ পরিস্থিতির সম্পর্ককে বোঝায়। এ বিশেষ পরিস্থিতি কোনো বস্তু, কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা কিংবা কোনো মূল্যবোধও হতে পারে।

৪। আমাদের সামাজিক মনোভাবের আওতায় শুধু ব্যক্তি নয়, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গোষ্ঠীও থাকতে পারে। যেমন এক পাড়ার গুণ্ডাদল অপর পাড়ার গুণ্ডাদল সম্পর্কে বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করে।

৫। মনোভাব সর্বদাই লক্ষ্যাভিমুখী। উদ্দেশ্য মনোভাব অপেক্ষা স্বল্পকাল স্থায়ী একটি মানস দৈহিক প্রস্তুতিমূলক অবস্থা। উদ্দেশ্যের তৃপ্তি সাধন করা যায়, কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করা চলে। উদ্দেশ্য মূলত ইচ্ছামূলক সক্রিয়তা; অপরপক্ষে মনোভাব মূলত জ্ঞানমূলক বা অবগতিমূলক।

মনোভাবের বৈশিষ্ট্যাবলি

৬। মনোভাবের সাথে অনুভূতি ও আবেগ জড়িত। আমরা সাধারণত বলে থাকি-অমুকের প্রতি আমার স্নেহের মনোভাব আছে, কিংবা বিদ্বেষের কিংবা ভয়ের মনোভাব আছে। আবেগ একটি বিক্ষুব্ধ অবস্থা, কিন্তু মনোভাব সর্বদা প্রচ্ছন্ন অবস্থা।

৭। মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকে বলে সোজাসুজি মনোভাবকে জানা যায় না। ব্যক্তির কথা বার্তা ও আচরণ থেকে তার মনোভাব সম্পর্কে পরোক্ষ জ্ঞান হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ০৩ মনোভাব ও মতামত

টপিক ০৩: মনোভাব ও মতামত

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মনোভাব ও মতামত

মনোভাব ও মতামত একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও মনোবিজ্ঞানিগণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। থার্সটোন (১৯৬৪) মনোভাবকে একটি মানসিক বিষয়বস্তুর প্রতি ঋণাত্মক বা ঋণাত্মক মাত্রা বলে আখ্যায়িত করেছেন। মনোভাব হলো অবহিতি ও অনুভূতির মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ আহ্বান করার প্রবণতা। আবার কেউ কেউ বলেছেন মনোভাব হলো বিশেষ একটি দিকে ক্রিয়া করার দৈহিক প্রস্তুতি। রাকিচের (১৯৬৮) মতে, "শত শত বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসগুলো গুচ্ছতা ধারণ করে মনোভাব গঠিত হয় এবং শতশত মনোভাব সুসংগঠিত হয়ে ব্যক্তির মধ্যে কয়েকটি মূল্যবোধের তৈরি হয়।"

মনোভাব ও মতামত

মনোভাবের উপাদান: মনোভাবের মধ্যে তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে। যথা: (১) জ্ঞান বা অবহিতিমূলক,
(২) অনুভূতিমূলক, (৩) ক্রিয়ামূলক।

(১) জ্ঞান বা অবহিতিমূলক উপাদান (Cognitive component): কোনো বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে মনোভাবের অবহিতিমূলক উপাদান। মনোভাব সম্পর্কিত ভালো বা মন্দ, অনুকূল বা প্রতিকূল অথবা কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত লক্ষণই হলো জ্ঞান বা অবহিতিমূলক উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাসে কোনো শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। কারণ উক্ত শিক্ষকের জ্ঞান, তার বোঝানোর ক্ষমতা, তার দক্ষতার প্রতি ঐ ছাত্রের ইতিবাচক ক্ষমতা রয়েছে।

(২) অনুভূতিমূলক উপাদান (Feeling component): মনোভাবের সাথে জড়িত আবেগকেই অনুভূতিমূলক উপাদান বলা যায়। এ আবেগের ওপর ভিত্তি করেই মনোভাবের বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্তির পছন্দ ও অপছন্দ গড়ে উঠে। ক্লাসে কোনো শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। তার অর্থ হলো এই যে, উক্ত শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের ভালো লাগা বা পছন্দের সম্পর্ক রয়েছে। উক্ত শিক্ষকের কাজকর্মের প্রতি ছাত্রের আবেগ কাজ করছে।

(৩) ক্রিয়ামূলক উপাদান (Action component): মনোভাব সম্পর্কিত ব্যক্তির সকল প্রকার আচরণকেই মনোভাবের ক্রিয়ামূলক উপাদান বলে। কোনো বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব হলে সে তাকে রক্ষা করবে এবং তার মঙ্গল কামনা করবে। আর নেতিবাচক হলে সে তার ধ্বংস ও ক্ষতিসাধন করবে। উপরোক্ত উদাহরণে, উক্ত শিক্ষকটির প্রতি কেউ বিরূপ সমালোচনা করলে ছাত্র তা খণ্ডন করার চেষ্টা করবে অথবা শিক্ষক কোনো সমস্যায় পড়লে ছাত্রটি ঠিক শিক্ষকের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। এগুলোই হলো মনোভাবের ক্রিয়াগত দিক।

কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বিশেষত ফ্রিডম্যান ও সাথীরা (১৯৮১) মন্তব্য করেছেন যে, এ সকল তিনটি উপাদানই একত্রে মনোভাব গঠন করে। তবে সবচেয়ে বেশি সাধারণ সমসাময়িক সংজ্ঞা বিবেচনা করে যে, একটি মনোভাব মূল্যায়নকৃত বা অনুভূতিমূলক উপাদানের সাথে জড়িত। মনোভাবের মৌখিক প্রকাশকে মতামত বলে। মনোভাব ও মতামত এক বিষয় নয়-তবে একে অপরের সাথে জড়িত।

মতামত কথাটির মধ্যে বিশ্বাসের একটা সুর আছে। বিভিন্ন প্রকারের বিশ্বাস থাকতে পারে। তবে মতামতের মধ্যে যে বিশ্বাসের ভাব আছে তা একটি বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস। বিশ্বাস হচ্ছে একটি সমস্যা সম্পর্কিত এবং যার অনেকগুলো বিপরীতধর্মী বিশ্বাস থাকতে পারে। মতামত হচ্ছে একটি বিপরীতধর্মী বিষয় সম্পর্কে কতগুলো বিশ্বাস। সুতরাং কোনো একটি বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে একাধিক বিশ্বাসকে মতামত বলা হয়। মতামতে অবহিতি বা জ্ঞানীয় উপাদান প্রধান ভূমিকা পালন করে।

মনোভাব ও মতামত

একজন ব্যক্তির মতামত একটি সমস্যা অথবা একটি বিষয় সম্পর্কে অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে। মনোভাব ও মতামত এ দুটি ধারণা সাধারণভাবে প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে মনোভাব ও মতামত এক জিনিস নয়। মনোভাব হলো কোনো আচরণ করার প্রবণতা; মতামত হলো মনোভাবের বাচনিক প্রকাশ। মনোভাব মানুষের ব্যক্তিত্বের গভীরে নিবিড়ভাবে প্রোথিত এবং বিশেষ ভঙ্গিতে আচরণ করার একটা মোটামুটি স্থায়ী প্রবণতা। আর মতামতের অবস্থান চেতন মনের কাছাকাছি এবং মতামত অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী। কেউ কেউ বলেন, মনোভাবের বাহ্যিক শব্দগত প্রকাশই হচ্ছে মতামত অর্থাৎ মনোভাব মতামতের আকারে ব্যক্ত হয়। এদিক থেকে বলা যায়, মতামত হলো একটি বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তি মনোভাবের পরিচায়ক বাচিক প্রতিক্রিয়া।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ০৪ মনোভাবের গঠন

টপিক ০৪: মনোভাবের গঠন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মনোভাবের গঠন

সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোভাব গঠিত হয়। মনোভাবের গঠনে শিক্ষণের মূলনীতিগুলো যেমন, চিরায়ত সাপেক্ষণ, করণ শিক্ষণ, অনুকরণ প্রভৃতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্যাভলভের চিরায়ত সাপেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে আর্থার স্ট্যাটস ও তার সহযোগীবৃন্দ (১৯৫৮) মনোভাবের ক্ষেত্রে শিক্ষণের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তারা বলেন, যদি মনোভাব সৃষ্টিকারী কোনো ঘটনার সাথে একটি উদ্দীপককে যুগপৎভাবে কয়েকবার উপস্থাপন করা যায়, তাহলে ঐ উদ্দীপকটি পরবর্তী সময়ে উল্লেখিত মনোভাব উদ্রেক করবে।

মনোভাব গঠনের ক্ষেত্রে করণ শিক্ষণও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। করণ শিক্ষণে মূল শর্ত হলো সন্তুষ্টি বা পুরস্কার লাভ। কোনো শিশুকে যদি বলা হয়, সে সত্য কথা বললে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে এবং মিথ্যা বললে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। দেখা যাবে যে, শিশুটি পুরস্কার লাভের জন্য সত্য কথা বলেছে। আবার অনুকরণ-এর মাধ্যমেও মনোভাব গঠিত হতে পারে। ছোট শিশুরা তাদের বাবা-মা যাকে ভালো বলেন তাকে ভালো ভাবতে শিখে এবং যে কাজটি নিন্দা করেন তাকে খারাপ ভাবতে শুরু করে।

মনোভাবের গঠন

মনোভাব গঠনে যে সকল অবস্থা বিশেষভাবে কাজ করে তা আলোচনা করা হলো:

১. ব্যক্তির চাহিদা পূরণ (Demand): ব্যক্তির চাহিদা পূরণের সাথে মনোভাব গঠনের সম্পর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তি বা বস্তু ব্যক্তির মনোভাব গঠনে সহায়তা করে তার প্রতি ব্যক্তির ইতিবাচক মনোভাব ও যা তার মনোভাব গঠনে বাধার সৃষ্টি করে তার প্রতি তার একটি প্রতিকূল মনোভাব গড়ে উঠে।

ডাক্তারের প্রতি রোগীর অনুকূল মনোভাব পাওয়া যায় যদি ডাক্তারের পরামর্শে রোগটি সেরে যায়। কিন্তু যদি ডাক্তারের পরামর্শে বা ওষুধপত্রে কোনো কাজ না হয় তাহলে ডাক্তারের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব গড়ে উঠে।

২. তথ্য পরিবেশন (Information): ব্যক্তির নিকট যে তথ্য পরিবেশিত হয় তার ওপর ভিত্তি করে ঐ ব্যক্তির মনোভাব গড়ে উঠে। কোনো ব্যক্তির যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। কাজেই যুদ্ধ সম্পর্কে তার কোনো অনুকূল বা প্রতিকূল মনোভাব থাকার কথা নয়। যদি আধুনিক যুদ্ধের ভয়াবহতার সম্পর্কে টেলিভিশনে এমন তথ্য পরিবেশন করা হয় যাতে যুদ্ধের ভয়াবহতা ফুটে উঠে এবং যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ, যুদ্ধের আবহাওয়া, করুণ পরিণতি প্রভৃতি সকল তথ্য পরিবেশন করা হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব গড়ে উঠবে।

মনোভাবের গঠন

৩. সমিতি (Club): কোনো ব্যক্তি যে সমিতির সদস্য হয় সে সেই সমিতির নিয়ম-নীতি মেনে চলে। প্রতিটি সমিতি বা সংঘের নিজস্ব কতগুলো রীতি-নীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ থাকে। কোনো ব্যক্তি যে সংঘের সদস্য হয়, তাকে ঐ সংঘের নিয়ম-কানুন মেনে অন্যান্য সদস্যদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলে।

৪. ব্যক্তিত্ব (Personality): ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্য ভাব। মনোভাব গঠনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এডোরনো ও তার সাথীরা (Adorno, et.al. ১৯৫০) দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারণাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এগুলো ব্যক্তিত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ম্যাকক্লোসকি (Mc Closky, ১৯৫৮) তার পরীক্ষণে দেখতে পান যে, উদারনৈতিক (Liberal) রাজনীতি শিক্ষিত ও উঁচুদরের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখা যায় এবং গোড়ামি (Conservative) রাজনৈতিক মনোভাব কম শিক্ষিত, কম জ্ঞানী ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্নদের মধ্যে দেখা যায়।

মনোভাবের গঠন

৫. পরিবার (Family): মনোভাব গঠনে পরিবারের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতা তাদের নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ, সংস্কার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ইত্যাদি তাদের শিশু সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত করেছেন। শিশু নিজেকে নিবিড়ভাবে তার পিতামাতার সাথে একাত্ম করে ফেলে এবং পিতামাতাকে অনুকরণীয় আদর্শ বলে মনে করে। শিশুর বিচার-বিবেচনার শক্তি কম থাকায় পরিবারে যেসব আচরণ ও মূল্যবোধ প্রচলিত, শিশু নির্বিচারে তাই গ্রহণ করে।

৬. সংস্কৃতি (Culture): প্রত্যেক সংস্কৃতিতে বা জীবনধারায় শিশু পালনের একটি বিশেষ পদ্ধতি থাকে। এর ফলে সাংস্কৃতিক প্রভাবে শিশুর মধ্যে কতগুলো মনোভাব গড়ে উঠে। বিদ্যালয় যে শিক্ষা দান করে তা একটি নির্দিষ্ট মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা। কাজেই শিক্ষার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি মতবাদে দীক্ষা দেবার প্রচেষ্টা থাকে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোভাবও সেভাবে গড়ে ওঠে। শিক্ষকের মনোভাবের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। আবার বিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের মনোভাবের প্রভাবেও শিক্ষার্থীর মনোভাব গঠিত হয়। আমাদের খেলাধুলা, আমাদের পাঠ্যপুস্তক, আমরা যে ধরনের বন্ধুদের সঙ্গে মিশি, যেসব আমোদ প্রমোদে যোগদান করি, যে সংবাদপত্র পড়ি, রেডিওতে যা শুনি ইত্যাদি সব কিছুই আমাদের মনোভাব গঠনে সাহায্য করে।

মনোভাবের গঠন

আমরা কতগুলো প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করি, আবার কতগুলো প্রভাব আমাদের ওপর কোনো কাজই করতে পারে না। এর কারণ আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ। অপরের কোনো মনোভাব আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী হলে আমরা উক্ত মনোভাব গ্রহণ করি না এবং সম্ভব হলে সেই ব্যক্তির সান্নিধ্য পরিহার করে চলি। মোট কথা, মনোভাব আপনা-আপনি গড়ে উঠে না। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে মনোভাব গড়ে উঠে। মনোভাব গঠনে মানসিক ও বাহ্য উভয়রূপ উপাদানের প্রভাব স্বীকার্য। ব্যক্তির উদ্দেশ্য, চাহিদা, আদর্শ ইত্যাদি এবং ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, অপরের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যাদি এই উভয় প্রকার উপাদানের ক্রিয়ার ফলে মনোভাব গঠিত হয়।

মনোভাবের গঠন

মনোভাবের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মনোভাব জন্মগত নয়, শিক্ষার দ্বারা মনোভাব অর্জিত হয়। রস স্ট্যাগনার (Ross Stagner) মনোভাব গঠনের চারটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। যথা-

(১) সমাকলন (integration),

(২) পৃথকীকরণ (differentiation),

(৩) মানসিক আঘাত (trauma) এবং

(৪) গ্রহণ (adoption) ।

রস স্ট্যাগনার এ চারটি শর্ত কীভাবে কাজ করছে তা উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি রাশিয়ার জনগণ কীভাবে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কিছু লোক জার-শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল (সমাকলন)। কিছু সংখ্যক লোক অস্বাভাবিক ধরনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফলে রাতারাতি কমিউনিস্টদের প্রতি অনুকূল হয়ে পড়েছিল (মানসিক আঘাত)। কিছু সংখ্যক লোক একটা অনির্দিষ্ট অসন্তোষ ভোগ করছিল এবং প্রগতিবাদী আদর্শের প্রতি যাদের আগ্রহ ছিল তারা কমিউনিস্ট ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এসব অসন্তোষ দূরীকরণের উপায় এবং প্রগতিবাদী আদর্শের মূর্ত রূপ প্রত্যক্ষ করার ফলে কমিউনিস্ট হয়ে পড়েছিল (পৃথকীকরণ)। কিছু সংখ্যক লোক আবার তাদের বন্ধু, শিক্ষক, পিতা-মাতার আদর্শের অন্ধ অনুকৃতির ফলে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল (গ্রহণ)।

মনোভাবের গঠন

অন্যান্য ব্যক্তি সংস্পর্শে এবং গোষ্ঠীর নৈতিক রীতিনীতির সংস্পর্শে এসে আমরা আমাদের অধিকাংশ মনোভাব অর্জন করি। সমাজ মনোবিজ্ঞানী বোনার (Bonner) এ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটি উদাহরণ দিয়েছেন। একটি আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ পরিবারে পিতামাতা উভয়েই তাদের নিগ্রো ভৃত্যের প্রতি খুব সদয় মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাদের দুটো শিশুসন্তানও নিগ্রো ভৃত্যটিকে খুব পছন্দ করতো। দু বছর পর তারা অন্য এক অঞ্চলে চলে যান। সেখানে নিগ্রো বিদ্বেষ প্রবল ছিল। দেখা গেল যে, অত্যল্প কালের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ শিশু দুটো নিগ্রো বিদ্বেষী হয়ে উঠলো। শিশুরা বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে সচেতন না হয়েও শ্বেতাঙ্গ শিশুরা যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিগ্রোদের সম্পর্কে নানা প্রতিকূল মন্তব্য করার ফলে নিগ্রোদের প্রতি প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ০৫ মনোভাবের পরিমাপ

টপিক ০৫: মনোভাবের পরিমাপ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মনোভাবের পরিমাপ

মনোভাবের পরিমাপ করার জন্য সমাজ মনোবিজ্ঞানিগণ কতগুলো মানক (Scale) বা পরিমাপক মানদণ্ড তৈরি করেছেন। কোনো বিতর্কিত বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ছোট ছোট কতগুলো উক্তি দিয়ে এসব মানক তৈরি করা হয়। উক্তিগুলো অনুকূল অথবা প্রতিকূল মূল্যায়ন সম্পর্কিত। এসব উক্তির প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার ধারা থেকে ঐ বিষয় সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির মনোভাব সম্পর্কে একটি পরিমাপ পাওয়া যায়। এরকম মানকের এক প্রান্তে থাকবে কোনো বিশ্বাসের পূর্ণ স্বীকৃতি, বিপরীত প্রান্তে থাকবে পূর্ণ অস্বীকৃতি।

মনোভাবের পরিমাপ

সমান দূরত্ববিশিষ্ট মানক (Method of equal appearing intervals)

১৯২৯ সালে থার্স্টোন ও সেভ (Thurstone and Chave) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে গির্জার প্রতি মনোভাব পরিমাপের জন্য একটি মানক তৈরি করেন। এটি একটি সমান দূরত্ববিশিষ্ট মানক (Scale)। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, মানকের প্রতিটি উক্তি বা পদের (item) মূল্যমান নির্ধারণের জন্য বিচারক নিয়োগ করা হয়।

এ পদ্ধতিতে প্রথমে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি থেকে বিচার্য বিষয় সম্পর্কে অভিমত প্রকাশক উক্তি সংগ্রহ করে এসব উক্তিকে সমমাত্রার ব্যবধানে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে দাগ-কাটা ফুটরুলের মতো একটি স্কেলের উদ্ভব হয়। এ স্কেলের এক প্রান্তে থাকবে খুবই অনুকূল অভিমত এবং অপর প্রান্তে থাকবে একেবারে প্রতিকূল অভিমত। এ উদ্দেশ্যে অভিমতগুলো ছোট ছোট কাগজে ছাপিয়ে নেয়া হয় এবং কিছু সংখ্যক বিচারক নিযুক্ত করে তাদের এসব অভিমতকে আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার মাত্রানুযায়ী এগারটি বিভাগে ভাগ করে দিতে বলা হয়। বিচারকগণ তাদের নিজস্ব

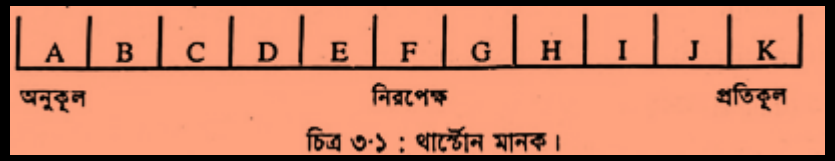

চিত্র ৩·১ : থার্স্টোন মানক।

মনোভাবের পরিমাপ

অভিমত পরিহার করে বিচার্য বিষয়টি সম্পর্কে তাদের অভিমতগুলোকে মাত্রানুসারে সাজিয়ে দেন। বিচারকগণ A থেকে K পর্যন্ত লেখা ১১টি কাগজের টুকরায় উক্ত বিচার্য বিষয় সম্পর্কে মতামত দেন। বিচারকগণ সংগৃহীত অভিমতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুকূল মনোভাব নির্দেশগুলো A কাগজের টুকরায়, যে উক্তিগুলো নিরপেক্ষ তা F কাগজের টুকরায় এবং সে সমস্ত উক্তিগুলো সবচেয়ে বেশি প্রতিকূল তা K কাগজের টুকরায় রাখবে। বাকি উক্তিগুলোকে তদের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার মাত্রা অনুযায়ী B থেকে E এবং ৫ থেকে ১ পর্যন্ত যথাস্থানে সাজিয়ে রাখবে। অনুকূল, প্রতিকূল এবং নিরপেক্ষ-এ তিন ধরনের অভিমত ছাড়া আর যে সমস্ত অভিমত থাকবে তাদের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির মাত্রানুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফুটরুলে যেমন মাত্রাঙ্ক দিয়ে এক থেকে বারো ইঞ্চি লেখা থাকে, তেমনি অভিমতগুলোকে এক থেকে এগার বিভাগে যথাযথভাবে সাজিয়ে দেবার পরে ফুটরুলের মতো একটি স্কেলের উদ্ভব হয়।

মনোভাবের পরিমাপ

এবার প্রত্যেক উক্তির মধ্যক মান (Median) নির্ণয় করে মোটামুটি ২০ থেকে ২৫টি উক্তি বাছাই করে নিয়ে প্রত্যেকটি মান অনুসারে মনোভাব-পরিমাপক স্কেলের এক একটি মাত্রায় ফেলতে হবে। এভাবে যে স্কেল পাওয়া যাবে তা পরীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে যে সব উক্তি পরীক্ষার্থীর মনোমত সেসব উক্তি নিচের একটি চিহ্ন দিতে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং এরই ভিত্তিতে উক্ত বিচার্য বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষার্থী মনোভাব কী প্রকার তা পরিমাপ করা যাবে। মনোভাব পরিমাপের এ পদ্ধতির উদ্ভাবক থার্স্টোন-এর নামানুসারে একে থার্স্টোন পদ্ধতি বলা হয়।

মনোভাবের পরিমাপ

থার্স্টোন পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে বিচারক কর্তৃক উক্তির স্কেলমান নির্ণয় করা। যে বিষয়ের ওপর মনোভাব স্কেল তৈরি হচ্ছে তার প্রতি বিচারকের সংস্কার থাকলে উক্ত বিচারকের মান যথাযথ হবে না। থার্স্টোন পদ্ধতিতে প্রথমেই দেখতে হবে যে বিচারক বিচার্য বিষয়ে সংস্কারমুক্ত। থার্স্টোন পদ্ধতির আর একটি সমস্যা পার্থক্যসূচক (discriminative) উক্তি নির্বাচন। কারণ একই মূল্যমান সম্পন্ন উক্তির ভিন্ন পার্থক্যসূচক মূল্যমান থাকতে পারে। এর আর একটি দুর্বলতা হলো একস্থানে প্রণীত থার্স্টোন মানক অন্যস্থানে ব্যবহার করা যায় না। তাছাড়া এ ধরনের মানক প্রণয়ন করা সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার।

থার্স্টোন পদ্ধতিতে প্রণীত মানকের বেশ কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। এটি একটি সমব্যবধান মানক, তাই এর নিরপেক্ষ অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত সঠিকভাবে চিহ্নিত থাকে। মনোভাবের নিরপেক্ষতা এ মানকের সাহায্যে সবচেয়ে ভালোভাবে পরিমাপ করা যায়। থার্স্টোন পদ্ধতির মানক নির্মাণ প্রক্রিয়া জটিল হলে এর প্রয়োগ বিধি এবং সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করা বেশ সহজ এবং অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

মনোভাবের পরিমাপ

লিকার্ট মানক (Likerts Scale)

মনোভাব পরিমাপের ক্ষেত্রে লিকার্ট মানকটি বেশ প্রচলিত ও সহজসাধ্য। সাম্রাজ্যবাদ, আন্তর্জাতিকতা, নিগ্রো প্রভৃতি বিষয়ের ওপর মনোভাব পরিমাপের জন্য লিকার্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। লিকার্ট প্রণীত পদ্ধতিটি যোগকৃত মূল্যায়ন পদ্ধতি (Method of Summated ratings) নামে পরিচিত। কারণ হলো ব্যক্তি সমস্ত সাফল্যাঙ্কের সমষ্টিই ব্যক্তির মনোভাব নির্দেশ করবে।

যে বিষয় সম্পর্কে মনোভাব পরিমাপ করা হবে সে বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উক্তি সংগ্রহ করতে হবে। লিকার্ট মানকের পাঁচটি মাত্রার উল্লেখ করেছেন। পাঁচটি মাত্রা হলো যথাক্রমে 'সম্পূর্ণ একমত', 'একমত', 'স্থির করতে পারছি না', 'ভিন্নমত' এবং 'সম্পূর্ণ ভিন্নমত'।

মনোভাবের পরিমাপ

লিকার্ট বিচার্য বিষয় সম্পর্কে নানা অভিমত সংগ্রহ করে পারীক্ষকে এসব অভিমত সম্পর্কে তার মনোভাবকে মাত্রানুসারে উপরোক্ত পাঁচ মাত্রার স্কেলে সাজিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়। ব্যক্তি তার মনোভাবকে নিম্নবর্ণিত পাঁচ মাত্রার স্কেলের যে কোনো একটিতে টিক (খ) চিহ্ন দিয়ে যাচাই করবে। এভাবে উক্ত মানকে যতগুলো পদ থাকবে তার সবগুলোতেই একটি টিক চিহ্ন দিতে হবে।

চিত্র ৩·২ : লিকার্ট মানক

সাফল্যাঙ্ক গণনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক উত্তরের জন্য যথাক্রমে ৫ থেকে ১ নম্বর দেয়া হয়। 'সম্পূর্ণ একমত' হলে ৫, 'একমত' হলে ৪, 'স্থির করতে পারছিনে' হলে ৩, 'ভিন্নমত' হলে ২ এবং 'সম্পর্ণ ভিন্নমত' হলে ১। আবার নেতিবাচক উক্তিগুলোর ক্ষেত্রে বিপরীতভাবে সাফল্যাঙ্ক দেয়া হয়। অর্থাৎ তখন ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ সাফল্যাঙ্ক প্রদান করা হয়। সবগুলো সাফল্যাঙ্ক যোগ করে উত্তরদাতার মনোভাব সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করা যায়।

মনোভাবের পরিমাপ

চূড়ান্তভাবে পার্থক্যসূচক উক্তি বাছাই করার জন্য পারীক্ষদের সকলের মনোভাব সাফল্যাঙ্কের ভিত্তিতে পদবিশ্লেষণ করা হয়। পদবিশ্লেষণে প্রত্যেক উক্তি বা পদের সাফল্যাঙ্ক ও সর্বমোট সাফল্যাঙ্কের মধ্যে সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়। এ সহ-সম্পর্ক উক্তির যথার্থতা নির্দেশ করে। নিম্ন সহ-সম্পর্কবিশিষ্ট উক্তিগুলোকে বাদ দিয়ে উচ্চ সহ-সম্পর্কযুক্ত উক্তিগুলোকে চূড়ান্তভাবে স্কেলে রাখা হয়। এভাবে লিকার্ট মানক প্রণয়ন করা হয়।

লিকার্ট স্কেলে প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের কোনো চরম অর্থ নেই। উত্তরদাতাদের সাফল্যাঙ্ক বণ্টনে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাফল্যাঙ্কের আপেক্ষিক অবস্থানই এর অর্থ প্রকাশ করে। সর্বোচ্চ সাফল্যাঙ্ক সবচেয়ে অনুকূল মনোভাব ও সর্বনিম্ন সাফল্যাঙ্ক সবচেয়ে প্রতিকূল মনোভাব নির্দেশ করে। কিন্তু মধ্যবর্তী সাফল্যাঙ্কটির ব্যাখ্যা বেশ জটিল। মধ্যবর্তী সাফল্যাঙ্কটি মনোভাবে নিরপেক্ষ এলাকাকে নির্দেশ করলেও এর সঠিক ব্যাখ্যা অস্পষ্ট। প্রকৃত অর্থে মনোভাবের নিরপেক্ষ অঞ্চলে অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোনো ধরনের মনোভাব জ্ঞাপন করা যায়। এটিই লিকার্ট স্কেলের প্রধান দুর্বলতা।

মনোভাবের পরিমাপ

থার্স্টোন পদ্ধতি ও লিকার্ট পদ্ধতির তুলনা করলে দেখা যায় যে, থার্স্টোন পদ্ধতিতে কোনো উক্তি নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত হবে কিনা তা নির্ভর করে বিচারকদের অভিমতের ওপর। আবার লিকার্ট পদ্ধতিতে কোনো উক্তি চূড়ান্ত স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা নির্ভর করে পদ বিশ্লেষণের ফলাফলের ওপর।

লিকার্ট মানক প্রণয়নের পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এ পদ্ধতিতে মানক তৈরি করতে সময় খুব কম লাগে। তাই মনোভাব পরিমাপনের ক্ষেত্রে লিকার্ট মানক পদ্ধতি সহজতর, কার্যকর এবং বিজ্ঞানসম্মত বলে বিবেচিত হয়েছে।

মনোভাবের পরিমাপ

বোগার্ডাস প্রবর্তিত সামাজিক দূরত্ব পরিমাপক মানক (Bogardus Social Distance Scale) ১৯২৬ সালে সমাজ মনোবিজ্ঞানী বোগার্ডাস (Bogardus) বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে, বিশেষ করে বহির্গোষ্ঠী বা পর-দল সম্পর্কে সহনশীলতার মনোভাব পরিমাপ করার জন্য একটি মানক তৈরি করেন। এটি 'সামাজিক দূরত্ব পরিমাপক মানক' (Social Distance Scale) নামে অভিহিত। এ মানকের সাহায্যে কোনো ব্যক্তি অপর জাতির সদস্যদের নিজের গোষ্ঠীতে গ্রহণ করতে কতটা আগ্রহী তা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা হলো- তালিকায় যে সব বিভিন্ন পরজাতি বা বহির্গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে কোন জাতি বা বহির্গোষ্ঠীর সদস্যদের পরীক্ষার্থী কোন শ্রেণির সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি আছে তা টিক (√) চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করতে হবে।

মনোভাবের পরিমাপ

প্রত্যেক বহির্গোষ্ঠীর জন্য সাতটি শ্রেণির উল্লেখ থাকে। যথা-

১. বিবাহের মাধ্যমে পরমাত্মীয়তা স্থাপন;

২. অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে নিজের ক্লাবের সদস্য করে নেয়া;

৩. প্রতিবেশী হিসেবে একই এলাকায় অথবা পাশের বাড়িতে থাকতে দেয়া;

৪. পরীক্ষার্থী নিজে যেখানে চাকরি করে সেখানে চাকরি দেয়া;

৫. পরীক্ষার্থীর নিজের দেশের নাগরিকত্ব দেয়া;

৬. নিজের দেশে পর্যটন হিসেবে গ্রহণ করা;

৭. নিজের দেশে পদার্পণ করতে না দেয়া।

এখানে বহির্গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের মাত্রানুসারে এ শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এ শ্রেণিবিভাগের একদিকে রয়েছে নিবিড় আত্মীয়তা, অপর দিকে বৈরিতা। এ ধরনের মানকের সাহায্যে বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন গোষ্ঠী অন্যান্য জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যদের কতটা স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত তা যাচাই করা যায়।

মনোভাবের পরিমাপ

বোগার্ডাস মানক প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা ইংরেজ ও কানাডীয়দের আমেরিকার নাগরিকত্ব দিতে, প্রতিবেশী, আপনজন এবং সামাজিক মর্যাদায় সমান হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। অর্থাৎ ইংরেজ ও কানাডীয়দের সাথে আমেরিকানদের সামাজিক দূরত্ব কম। আবার হিন্দু ও নিগ্রোদের সাথে আমেরিকানদের সামাজিক দূরত্ব খুব বেশি। এ রকম সামাজিক দূরত্ব দীর্ঘস্থায়ী। দেখা গেছে যে, বোগার্ডাস ১৯২৬ সালে সামাজিক দূরত্ব পরিমাপ করে যে ফল পেয়েছেন, ১৯৪৬ সালের পরিমাপেও তার কোনো তফাৎ হয়নি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ০৬ মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

টপিক ০৬: মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

সমাজ ও সংস্কৃতিতে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে বলে মনোভাব অনড় ও অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে মনোভাবও নতুন করে গড়ে উঠে। মনোভাবের পরিবর্তন কোনো বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে ব্যক্তির পূর্ববর্তী অভিমতের পরিবর্তন বোঝায়। সময় ও পরিস্থিতির সাথে সাথে মনোভাবগুলোও কমবেশি পরিবর্তিত হয়ে ব্যক্তিকে তার জীবন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে।

আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে মনোভাব যেমন গঠিত হয়, মনোভাবের পরিবর্তনও হয় আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে। মনোভাবের পরিবর্তন করা যায় দুভাবে। প্রথমত, বাহ্য প্রভাবের আওতায় ব্যক্তিকে উপস্থাপিত করে তার আচরণে কী প্রকার পরিবর্তন ঘটছে তা লক্ষ করে মনোভাবের পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান লার্ভ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমেও মনোভাবের পরিবর্তন সম্পর্কে জানা যেতে পারে।

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হভল্যান্ড (Hovland) তাঁর কয়েকজন সহকর্মীসহ প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিভাগীয় তথ্য ও শিক্ষা শাখায় এবং পরে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ সংক্রান্ত গবেষণায় এবং সমাজ মনোবিজ্ঞানী নিউকোম্ব (Newcomb) মনোভাব পরিবর্তনের ওপর অনেক গবেষণা করেন। বর্তমানে মনোভাব পরিবর্তনের অনেক তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। এদের সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

ভারসাম্য মতবাদ (Balance Theory)

অবহিতি হলো মনোভাবের অন্যতম উপাদান। ভারসাম্য মতবাদের মূল বক্তব্য হলো, মানুষ তার অবহিতিমূলক কাঠামোর (cognitive structure) মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজে এবং যখন সেই কাঠামোর মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয় তখনই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ভারসাম্যহীন মতবাদের মধ্যে হাইডার (Heider) ও নিউকোম্ব (Newcomb) অন্যতম। হাইডার-এর মতে, অবহিতির ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় সকল উপাদান সুসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে এবং ব্যক্তি কোনো রূপ মানসিক চাপ অনুভব করে না। ব্যক্তির মধ্যে যদি কোনো উপাদানের অভাব ঘটে তাহলে তার মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং মানসিক চাপ অপসারণের জন্য তার মধ্যে এক প্রকার তাগিদ অনুভব হয়। এটিই হলো মনোভাবের পরিবর্তন।

হাইডার কতগুলো প্রতীক ব্যবহার করে ভারসাম্যপূর্ণ এবং ভারসাম্যহীন অবস্থাকে বুঝিয়েছেন। এখানে,

P = ব্যক্তি,

O = অন্য ব্যক্তি,

X = একটি বিষয়।

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

প্রথম পরিস্থিতিতে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে পছন্দ করে এবং একটি বিষয়ের প্রতি উভয়েরই ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। সুতরাং এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা। পাশাপাশি, ভারসাম্যহীন অবস্থায় ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে, কিন্তু অন্য ব্যক্তির ঐ বিষয়ের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। ফলে অবস্থানটি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে।

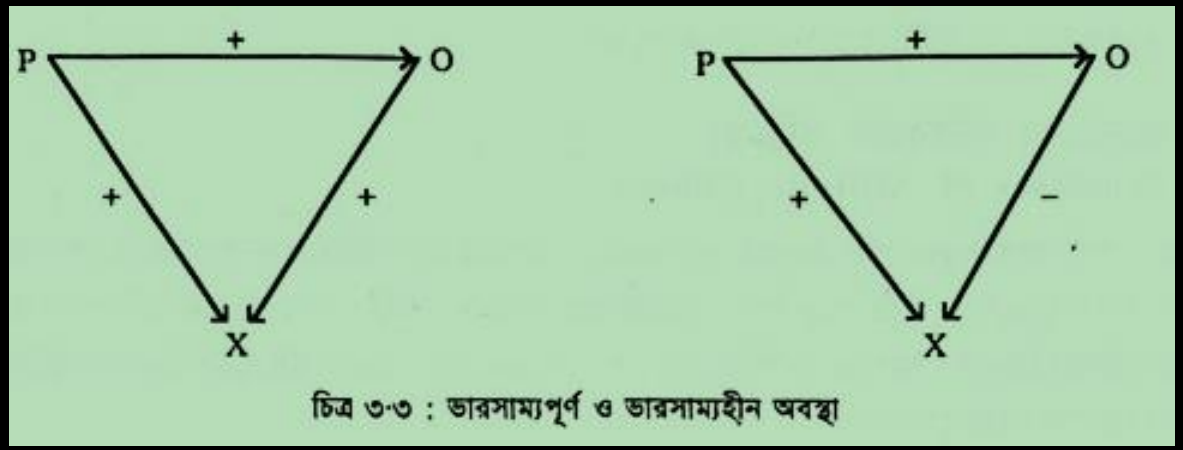

চিত্র ৩·৩ : ভারসাম্যপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন অবস্থা

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকেও পছন্দ করে এবং দুজনেরই একটি বিষয়ের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। এখানেও ভারসাম্য বজায় রয়েছে। আবার, ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে পছন্দ করে এবং সে যে বিষয়টি অপছন্দ করে অন্য ব্যক্তি সেটি পছন্দ করে। অতএব ভারসাম্যহীন সৃষ্টি হয়েছে।

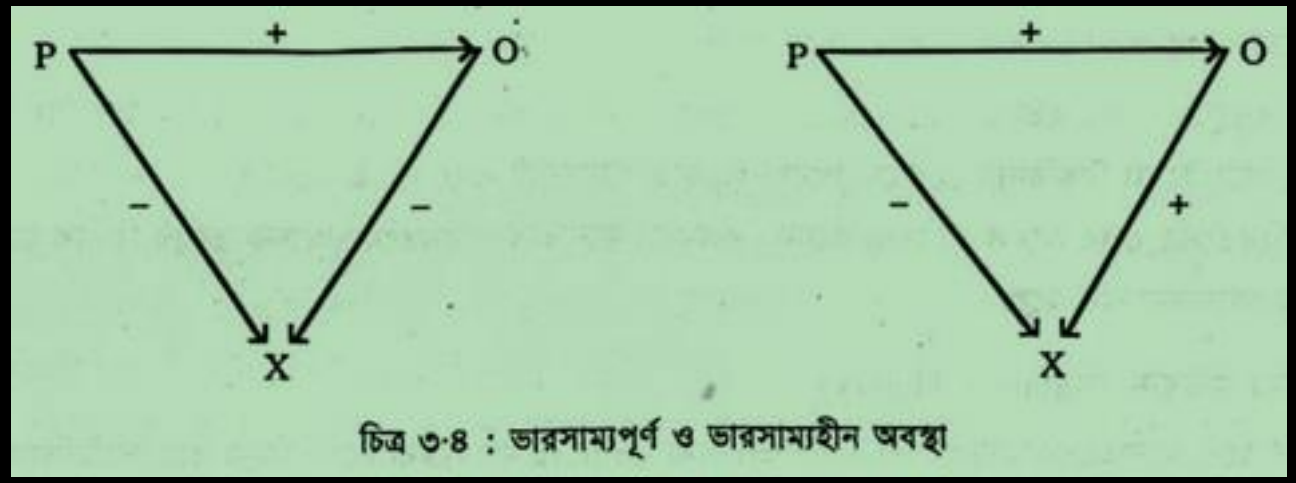

চিত্র ৩·৪ : ভারসাম্যপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন অবস্থা

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

তৃতীয় চিত্রে, ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে পছন্দ করে না এবং যে বিষয়ের প্রতি তার ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে অন্য ব্যক্তির তার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। কাজেই ভারসাম্য রক্ষা হয়েছে। আবার ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে পছন্দ করে না এবং সে যে বিষয়ের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে অন্য ব্যক্তিরও তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। সুতরাং এটি একটি ভারসাম্যহীন অবস্থা।

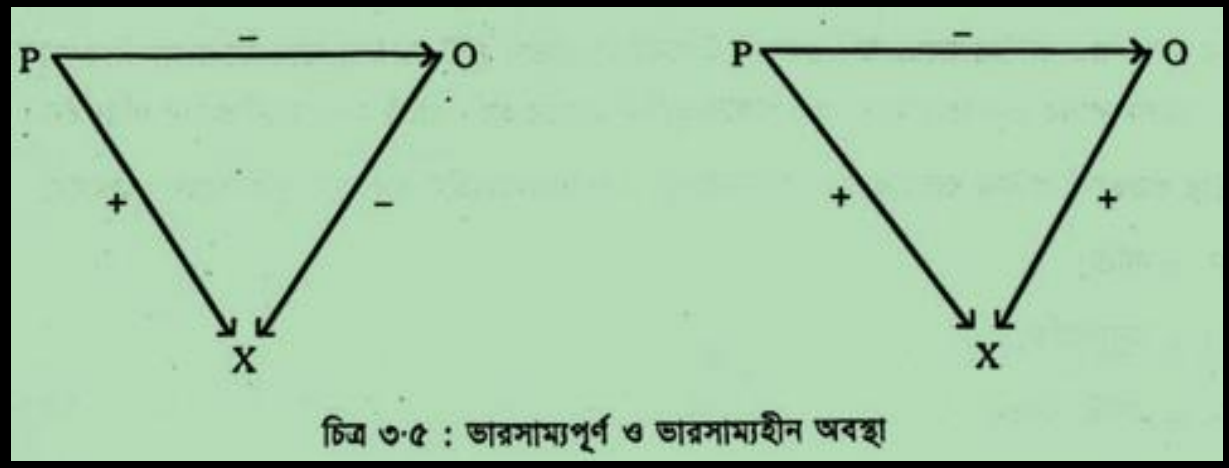

চিত্র ৩·৫ : ভারসাম্যপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন অবস্থা

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

হাইডার-এর মডেলের ত্রুটি হলো- এর উপাদানগুলোর শুধুমাত্র ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতাই উল্লেখ করা হয়েছে, এর অনুভূতির মাত্রা নিরূপণ করা যায় না। তাছাড়া বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো এতো সহজ নয়-জটিলতায় পূর্ণ। কাজেই মনোভাব পরিবর্তনের বিষয়টি এত সহজভাবে মেনে নেয়া যায় না। .

নিউকোম্বের ভারসাম্য মতবাদ হাইডারের ভারসাম্য মতবাদের অনুরূপ। পার্থক্য শুধু নিউকোম্ব বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রের ভারসাম্য মতবাদটি প্রয়োগ করেছেন। নিউকোম্ব পরিচিতির (acquintance) মাধ্যমে কীভাবে মনোভাব গড়ে উঠে সে ব্যাপারে আলোকপাত করেন। দলের সদস্যরা যত বেশি একে অপরের সাথে মেশামেশি বেশি করে তত বেশি কোনো বিষয়ের প্রতি মনোভাব সম্পর্কিত তথ্যের বিনিময় হয়। ফলে তাদের মধ্যকার ভারসাম্যহীনতা এড়িয়ে চলার সুযোগ ঘটে। মানুষ ভারসাম্যহীন অবস্থায় দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তির সৃষ্টি করে এবং এ ভারসাম্যহীন অবস্থা এড়িয়ে চলার জন্য মানুষ সমতা রক্ষার চেষ্টা চালায়। নিউকোম্ব সমতা রক্ষার মানসিক চাপকে strain toward symmetry বলে অভিহিত করেছেন।

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

ভারসাম্য মতবাদের ওপর বেশ কিছু গবেষণা করা হয়েছে। হাইডার প্রণীত ত্রিভুজাকার পরিস্থিতির ন্যায় জর্ডান (১৯৫৩) ৬৪টি পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন এবং পারীক্ষকদের সেগুলো মূল্যায়ন করতে নির্দেশ দেন। ফলাফল হতে দেখা যায় যে, ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা ভারসাম্যহীন অবস্থাগুলোর তুলনায় অধিকতর ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আরেকটি পরীক্ষণে প্রাইস, হারবার্গ ও নিউকোম্ব (১৯৬৬) তাঁদের গবেষণায় কতগুলো কাল্পনিক আন্তর্ব্যক্তিক পরিস্থিতিকে কতখানি সুখকর সে সম্পর্কে মূলায়ন করতে পরীক্ষণপাত্রকে নির্দেশ দেন। তারাও দেখতে পান যে, ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থাগুলো অপেক্ষাকৃত অধিক সুখকর হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছে।

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

অবহিতিমূলক সামঞ্জস্যহীনতা মতবাদ
Theory of Cognitive Disssonance

লিও ফেস্টিঙ্গার (Leo Festinger, ১৯৫৭) মনোভাব পরিবর্তনের ওপর বহুল আলোচিত একটি মতবাদ প্রবর্তন করেন। তাঁর মতবাদটি অবহিতিমূলক সামঞ্জস্যহীনতা মতবাদ (Theory of Cognitive Dissonance) নামে পরিচিত। এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো, মানুষ তার অবহিতিমূলক উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চায়। এসব উপাদানের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিলে যে কোনো একটি উপাদানের পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তি তার অবহিতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চায়।

যে কোনো অবহিতিমূলক উপাদান প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে। প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলোর সম্পর্ক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। ফেস্টিঙ্গারের মতে, যখন দুটো প্রাসঙ্গিক উপাদানের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেয় তখনই অবহিতিমূলক সামঞ্জস্যহীনতার (cognitive dissonance) সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ দুটো প্রাসঙ্গিক উপাদানের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং তা যদি ব্যক্তির কাছে পরিবেশিত হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি মানসিক দিক থেকে অস্বস্তি বোধ করে এবং তার মধ্যে একটি মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। এ চাপের মুখে ব্যক্তি এমন সব প্রতিক্রিয়া করে যাতে ঐ সকল উপাদানের অসঙ্গতি দূরীভূত হয়ে সামঞ্জস্য ফিরে আসে এবং ব্যক্তির মধ্যেও স্বস্তি ফিরে আসে।

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

অবহিতির সামঞ্জস্যহীনতা সৃষ্টি হলে তা হ্রাস করার জন্য ব্যক্তি একপ্রকার চাপ অনুভব করে। অবহিতির সামঞ্জস্যহীনতা যত বেশি হয় চাপও তত বাড়ে। ফেস্টিঙ্গারের মতে, এ চাপ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:

(১) সিদ্ধান্তের গুরুত্ব,

(২) গৃহীত ও অগৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি আপেক্ষিক আকর্ষণ,

(৩) সামঞ্জস্যহীন উপাদানসমূহের সাদৃশ্য।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো শিক্ষকের কোনো ছাত্র সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে এবং ঐ ছাত্র সবসময়ই প্রথম হয়। কিন্তু পরীক্ষাতে দেখা গেল সে বেশ খারাপ ফল করেছে। এখানে সামঞ্জস্যতার অবহিতির পার্থক্য দেখা গেল- (১) সে একজন ভালো ছাত্র, (২) সে খুব কম নম্বর পেয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষক তার অবহিতির অসঙ্গতি দূর করার জন্য খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, পরীক্ষার অল্প কিছুদিন পূর্বে ছাত্রটির পিতা মারা গেছেন। ছাত্রটি সম্পর্কে শিক্ষকের যে ধারণা জন্মে ছিল, ছাত্রটির পিতার মৃত্যু সে বিষয় খণ্ডন করে দিল। এভাবে ব্যক্তি সবসময় অবহিতির সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়াস চালায়।

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

অবহিতির সামঞ্জস্যহীনতার সৃষ্টি হলে তা তিনটি উপায়ে হ্রাস করা যায়। যথা-

(১) আচরণগত অবহিতির পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে,

(২) পরিবেশগত অবহিতির পরিবর্তন সাধন করে,

(৩) নতুন অবহিতি সংযোজনের মাধ্যমে।

উদাহরণস্বরূপ, ধূমপান করলে ক্যান্সার হয়- এ তথ্যটি জানার জন্য সে ধূমপান বন্ধ করতে পারে। এটি তার আচরণগত পরিবর্তন সাধন। ফিল্টারসহ সিগারেট ব্যবহার করেও অবহিতির সামঞ্জস্যহীনতা হ্রাসের প্রয়াস পেতে পারে। এটি এক ধরনের পরিবেশগত অবহিতির পরিবর্তন সাধন। আবার সে ধূমপান ছাড়াও অন্যান্য তথ্য পরিবেশন করেছে যার দ্বারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে। যেমন মদ খেয়েও আরও বেশি মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। এটি নতুন অবহিতি সংযোজনের মাধ্যমে। ব্যক্তি উপর্যুক্ত তিনটি উপায়ের মাধ্যমে অবহিতিমূলক সামঞ্জস্যহীনতার হ্রাস করতে পারেন।

মনোভাব পরিবর্তন প্রক্রিয়া

উদাহরণস্বরূপ, ধূমপান করলে ক্যান্সার হয়- এ তথ্যটি জানার জন্য সে ধূমপান বন্ধ করতে পারে। এটি তার আচরণগত পরিবর্তন সাধন। ফিল্টারসহ সিগারেট ব্যবহার করেও অবহিতির সামঞ্জস্যহীনতা হ্রাসের প্রয়াস পেতে পারে। এটি এক ধরনের পরিবেশগত অবহিতির পরিবর্তন সাধন। আবার সে ধূমপান ছাড়াও অন্যান্য তথ্য পরিবেশন করেছে যার দ্বারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে। যেমন মদ খেয়েও আরও বেশি মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। এটি নতুন অবহিতি সংযোজনের মাধ্যমে। ব্যক্তি উপর্যুক্ত তিনটি উপায়ের মাধ্যমে অবহিতিমূলক সামঞ্জস্যহীনতার হ্রাস করতে পারেন।

মনোভাব পরিবর্তনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মতবাদ ছিল অবহিতিমূলক সামঞ্জস্যহীনতা মতবাদ (ইনস্কো, ১৯৬৭; সুডফেল্ড, ১৯৭১)। কিন্তু এ মতবাদের প্রধান সমালোচনা হলো এই যে, 'সামঞ্জস্যহীনতা' শব্দটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারণ অসঙ্গতি নির্ণয়ের কোনো সুস্পষ্ট মাপকাঠি নেই, কখনো সামঞ্জস্যহীনতার উদ্ভব হবে তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এটি একটি অনুভূতি বা দিব্যজ্ঞানের ব্যাপার (ইনস্কো, ১৯৬৭)। তাছাড়া, সামঞ্জস্যহীনতার কারণেই যে পার্থক্য হয়েছে তা পরীক্ষণের ফলাফল থেকেই অনুমান করতে হয়।

চাপানিজ ও চাপানিজ (১৯৬৪) সামঞ্জস্যহীনতা সংক্রান্ত পরীক্ষণসমূহের পদ্ধতিগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। তারা তাদের সমালোচনায় অনাবশ্যকভাবে পরীক্ষা বর্জন, পরিসংখ্যানগত ত্রুটি ইত্যাদি সংশোধন করে সামঞ্জস্যহীনতা মতবাদকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ০৭ মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন

টপিক ০৭: মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন

আমরা জানি মনোভাব পরিবর্তনশীল। সমাজ ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটে বলে মনোভাব অনড় ও অপরিবর্তন থাকতে পারে না। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে মনোভাবও নতুন করে গড়ে উঠে। ব্যক্তির কাছে নতুন তথ্য পরিবেশন, ব্যক্তির সমিতি, তার ব্যক্তিত্ব, তার চাহিদা, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যক্তির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। মনোভাবের যে পরিবর্তন হবে তা যেন ইতিবাচক হয়, তাহলে তার এই পরিবর্তন জীবনব্যাপী কাজে লাগবে।

শিশুর প্রথম পরিচয় ঘটে বাবা-মা ও পরিবারের সাথে। বাবা-মার আচরণ শিশুকে প্রভাবিত করে। ছোট সময়ে শিশুর অনেক ধরনের খারাপ মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। শিশুর পরিবার শিশুটির খারাপ দিকগুলোকে বাদ দিয়ে ঈপ্সিত কাজকর্মগুলোকে শিশুর উপযোগী করে তুলতে হবে। তাছাড়া সে যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন তাকে ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য করণীয় আচরণগুলো শিক্ষকগণ ভালোভাবে আয়ত্ব করেন। শিশু ঐ সকল আচরণগুলো শিখলে তার পরবর্তী জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে।

মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন

ব্যক্তি কখন খারাপ কাজ করে? যখন সে তার চাহিদা পূরণ করতে পারে না তখন সে নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করে। তাই ব্যক্তির চাহিদাসমূহকে আগে থেকে যেন ব্যক্তির জন্য গ্রহণশীল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাহলে সে নতুন পরিস্থিতিতে ভালো আচরণ করবে। তাকে সুস্থ সমাজে বসবাস করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তাকে খারাপ ও দুষ্টলোক থেকে সরিয়ে ভালো লোকদের সাথে চলাফেরা করতে হবে। অনেক সময় কারো মনে কোনো সমাজ সম্পর্কে বৈরী ধারণা থাকতে পারে। তাই ঐ ব্যক্তিতে বৈরী ধারণা সম্পর্কিত সমাজের সাথে ভালোভাবে চলাফেরা করতে হবে, তাদের সাথে খোলামেলা মিশতে হবে। তাহলে তাদের সম্পর্কে বৈরী ধারণা দূর হয়ে সাধারণ ধারণা বলবৎ হতে পারে।

মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন

অনেক সময় মতানুবর্তিতা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। সমাজ জীবনে কথাবার্তা, আলাপচারিতার মাধ্যমে অন্যের সাথে একমত হতে দেখা যায়। তখন সে ভালো দিকটা গ্রহণ করে। আবার অনেকসময় মহামানব বা নিজের পছন্দ করা ব্যক্তিকে সে খুব ভালোবাসে। তাই তার আচরণ ও কার্যকলাপ ব্যক্তিমনে দাগ কাটে এবং সে সেই ইতিবাচক দিকগুলো অনুসরণ করতে চায়। তাছাড়া উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে অর্থাৎ রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষায় শিক্ষিত হলে শৈশব ও কৈশরের অর্জিত অনেক ধারণা বদলে যেতে পারে এবং তখন মনোভাব পরিবর্তন তার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ইতিবাচক ভূমিকা এনে দিতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ০৮ পূর্বসংস্কার

টপিক ০৮: পূর্বসংস্কার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পূর্বসংস্কার

ইংরেজি Prejudice শব্দ থেকে পূর্বসংস্কার এসেছে। Prejudice-এর আভিধানিক অর্থ হলো- 'তথ্যাদি ভালো করে পরীক্ষা না করে আগেভাগে একটি সিদ্ধান্ত করা।' পূর্বসংস্কার বললে শুধু অকাল সিদ্ধান্তই বোঝায় না, প্রতিকূল বা বিদ্বিষ্ট মনোভাবও বোঝায়। পূর্বসংস্কার হলো 'পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা'। তথ্যভিত্তিক সমর্থন ছাড়াই কোনো ধারণার পক্ষে বা বিপক্ষে বিশেষ মনোভাবকেই পূর্বসংস্কার বলে।

কোনো বিষয় সম্পর্কে যথার্থ বিচার বিবেচনা ছাড়াই ব্যক্তি যুক্তিহীন নেতিবাচক মনোভাবকে পূর্বসংস্কার বলা যায়। নিউকোম্ব এর মতে, "কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে এক প্রকার প্রতিকূল মনোভাব, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে বিশেষ ধরনের প্রত্যক্ষণ, আচরণ, চিন্তা ও অনুভব করার পূর্ব-প্রস্তুতি, যা অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অনুকূল তো নয়ই, বরঞ্চ প্রতিকূল।"

(A prejudice is thus an unfavourable attitude, a predisposition to perceive, act, think and feel in ways that are 'against' rather than 'for' another person or group.

সূত্র: Newcomb: Social Psychology; 1950;

পূর্বসংস্কার

রডিজার ও অন্যান্যের মতে, "সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, পূর্বসংস্কার অর্থ হলো 'পূর্ব বিচারকরণ', যা অল্প বা কোনো তথ্য ব্যাতিরেকে গৃহীত মতামত।"
(Strictly speaking, prejudice means, 'prejudgement', forming an opinion on the basis of little or no information. উৎস: Psychology; Little, Brown and Company; 1984; p. 620.)
ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, "পূর্বসংস্কার হলো কোনো ব্যক্তি তার প্রতি অথবা তার মূল্যায়নের প্রতি ঋণাত্মক মনোভাব, যেখানে সে তার দলের কেবলমাত্র সদস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।"
(Prejudice is a negative attitude toward or evaluation of a person due solely to his or her membership in a group. উৎস: Psychology; Scott; Foresman and Company; 1983; P. 435)

পূর্বসংস্কার

পূর্বসংস্কারের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১। তথ্যাদির যথোপযুক্ত বিচার না করে যে সিদ্ধান্ত বা অভিমত গঠন করা হয় তাই পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা। আমাদের অধিকাংশ পূর্বসংস্কারই আমাদের শৈশবকালে গৃহপরিবেশে অর্জিত হয়। ব্যক্তি সম্পর্কে শিশুর কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ না থাকায় শিশু তার পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে পূর্বসংস্কার শিখে থাকে।

২। প্রত্যেক পূর্বসংস্কারের মধ্যে আবেগীয় উপাদান থাকে। পূর্বসংস্কারের মধ্যে অপর গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব ও একটা অপছন্দের ভাব থাকে। যেমন আমেরিকায় নিগ্রোদের বসবাসের এলাকা পৃথক, শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে তাদের পড়তে দেয়া হয় না। আমাদের দেশেও হরিজনদের গ্রামের একপ্রান্তে বাস করতে দেয়া হয় এবং তাদের অস্পৃশ্য বিবেচনা করা হয়। জাতিগত পূর্বসংস্কার প্রবলভাবে দেখা দিলে তা কিরূপ ভয়াবহ হতে পারে তার প্রমাণ নাৎসি জার্মানি কর্তৃক ব্যাপক ইহুদি-নিধন।

৩। যারা পূর্বসংস্কারাচ্ছন্ন তারা কিন্তু একে পূর্বসংস্কার বলে মনে করে না। কেউ বোঝাতে চাইলেও তারা পূর্বসংস্কারকে পূর্বসংস্কার হিসেবে গণ্য করতে রাজি হয় না। বরঞ্চ তারা তাদের পূর্বসংস্কারের সমর্থনে কতগুলো তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করে।

পূর্বসংস্কার

পূর্বসংস্কারের উদ্ভব

পূর্বে মনে করা হতো, মানুষ কতগুলো পূর্বসংস্কার বা পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। আসলে পূর্বসংস্কারকে সহজাত বা স্বাভাবিক বলে স্বীকার করা যায় না। প্রথমত সামাজিক অভিজ্ঞতার ফলে শিশু অন্য গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সম্পর্কে পূর্বসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। শিশুদের মধ্যে জাতি ও বর্ণ ভেদ জ্ঞান থাকে না বলে তারা অন্যান্য গোষ্ঠীর শিশুদের সাথে মিলেমিশে খেলা করে। এমনকি তাদের ভাষা পৃথক হবার জন্য তরা পরস্পরের কথাবার্তা বুঝতে না পারলেও একত্রে খেলাধুলা করতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে শিশু অন্যান্য গোষ্ঠীর শিশুর সাথে তার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। সামাজিকীকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রচলিত বিভিন্ন পূর্বসংস্কার মানুষ তার বিভিন্ন মাধ্যমের সংস্পর্শে থেকে অর্জন করে। পরিবার, বিদ্যালয় ও অন্যান্য সামাজিক দলের সদস্যদের সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে অন্যান্য আচরণের মতো পূর্বসংস্কারও অর্জন করে।

পূর্বসংস্কার

পূর্বসংস্কারের উদ্ভব

পূর্বসংস্কার শিক্ষণে মুখ্য দলের সদস্যরা প্রধান ভূমিকা পালন করে। শিশুর পূর্বসংস্কার বিকাশে বিশেষ করে মা বাবা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। জাতিগত মনোভাব গঠনে, একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কলেজ ছাত্রদের একটি নমুনার ৬৯% বলেছে তাদের মা বাবার প্রভাবই তাদের ওপর বেশি পড়েছে (আলপোর্ট ও ক্রোমার, ১৯৪৬)।

ছোট্ট শিশু অনুকরণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পূর্বসংস্কার অর্জন করে। যেমন- ঝাড়ুদার বা মেথরকে মা যখন ছোঁয়া বাঁচিয়ে তাকে কোনো কিছু দেন বা ভিন্ন পাত্রে খাবার দেন, তখন শিশু বুঝতে শেখে যে সে তাদের থেকে ভিন্ন এবং শিশু মায়ের আচরণ অনুকরণ করে।

পূর্বসংস্কার

পূর্বসংস্কার হ্রাসের উপায়

প্রচলিত প্রথা ও জীবন নির্বাহ পদ্ধতির পার্থক্যের জন্যও পক্ষপাতদুষ্ট ধারণার উদ্ভব হয়ে থাকে। পরাধীন ভারতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পারস্পরিক বিরোধের সময় হিন্দু ও মুসলমানদের জীবন যাপন প্রণালির পার্থক্যকে খুব বড় করে দেখা হতো। এর জন্য তখন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেঁধে যেত।

অনেক পূর্বসংস্কার জাতিকেন্দ্রিক মনোভাব থেকে উৎপন্ন হয়। জাতিকেন্দ্রিক মনোভাবের দরুন আমরা মনে করি,

আমাদের গোষ্ঠীই শ্রেষ্ঠ, অন্যান্য গোষ্ঠী আমাদের গোষ্ঠী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জাতিকেন্দ্রিক মনোভাবের দরুন প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজেদের সম্পর্কে গর্ব অনুভব করে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে কোনো সন্দেহ পোষণ করে না, অন্যান্য গোষ্ঠীকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে।.

গণমাধ্যম, পারস্পরিক যোগাযোগ প্রভৃতিও পূর্বসংস্কারকে দৃঢ়বদ্ধ করতে সহায়তা করে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শ্রেণিবৈষম্য লালনের মাধ্যমে পূর্বসংস্কার ধীরে ধীরে কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়। শিশুরা সামাজিকীকরণের মাধ্যমে কৃষ্টির সাথে অঙ্গীভূত এসব পূর্বসংস্কার বংশ পরম্পরায় অর্জন করে।

পূর্বসংস্কার হ্রাসের উপায়

পূর্বসংস্কার শিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্বসংস্কারের ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। পূর্বসংস্কার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। পূর্বসংস্কার হ্রাসের উপায় নিচে আলোচনা করা হলো।

১। বিবদমান দালের মধ্যে পারস্পরিক সংস্পর্শ: নিজ দল ও ভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সুযোগ থাকলে পূর্বসংস্কার কমে যায়। বিবদমান দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে তাই জোর দেয়া হয়েছে। পূর্বসংস্কারের নিয়ম হলো এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠী থেকে পৃথক থাকতে চায়। তাই পূর্ব সংস্কার দূর করতে হলে এমন পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে দুটো গোষ্ঠী একে অপরের সংস্পর্শে আসে। এতে সদস্যরা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে এবং আদান-প্রদানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে মানসিক দূরত্ব কমে আসে।

২। প্রাসঙ্গিক আইন প্রণয়ন: অনেক ক্ষেত্রেই আইন প্রণয়ন করে পূর্বসংস্কার কমানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। পারস্পরিক লেনদেনের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য এবং পারস্পরিক দূরত্ব কমাবার জন্য আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা করা দরকার। আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোদের আবাসিক সংমিশ্রণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দেখা গেছে যে, একই এলাকায় বসবাসের ফলে শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোদের পূর্বসংস্কার তীব্রতা অনেকটা কমে এসেছে (ক্লোর ও অন্যান্য, ১৯৭৮)।

পূর্বসংস্কার

পূর্বসংস্কারের উদ্ভব

৩। একই লক্ষ অর্জনে যৌথ প্রচেষ্টা: কতগুলো লোক যখন একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালায় তখন তাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পূর্বসংস্কার হ্রাস পায়। এক গোষ্ঠীর সদস্যরা যদি অন্য গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে কোনো যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালায় তাহলে তাদের দূরত্ব কমে যায় এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর যদি বাইরের কোনো বিপদ রক্ষার জন্য অথবা কোনো আক্রমণ মোকাবিলার জন্য এ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে তাহলে তা আরও দৃঢ় হয়।

৪। আন্তঃকৃষ্টিমূলক শিক্ষার প্রচলন: পূর্বসংস্কার কমিয়ে আনতে আন্তঃকৃষ্টিমূলক শিক্ষার প্রচলন করা দরকার। নিজের কৃষ্টি ও অন্য গোষ্ঠীর কৃষ্টিগত পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু ও চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করলে পূর্বসংস্কারের তীব্রতা কমে আসে।

পূর্বসংস্কার হ্রাসের উপায়

৩। একই লক্ষ অর্জনে যৌথ প্রচেষ্টা: কতগুলো লোক যখন একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালায় তখন তাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পূর্বসংস্কার হ্রাস পায়। এক গোষ্ঠীর সদস্যরা যদি অন্য গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে কোনো যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালায় তাহলে তাদের দূরত্ব কমে যায় এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর যদি বাইরের কোনো বিপদ রক্ষার জন্য অথবা কোনো আক্রমণ মোকাবিলার জন্য এ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে তাহলে তা আরও দৃঢ় হয়।

৪। আন্তঃকৃষ্টিমূলক শিক্ষার প্রচলন: পূর্বসংস্কার কমিয়ে আনতে আন্তঃকৃষ্টিমূলক শিক্ষার প্রচলন করা দরকার। নিজের কৃষ্টি ও অন্য গোষ্ঠীর কৃষ্টিগত পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু ও চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করলে পূর্বসংস্কারের তীব্রতা কমে আসে।

পূর্বসংস্কার হ্রাসের উপায়

৫। গণমাধ্যম: পূর্বসংস্কার হ্রাসকরণে গণমাধ্যম খুবই জোরালো ভূমিকা পালন করে। রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমের জন্য মানুষ পূর্বসংস্কারকে অনেকটা কমিয়ে আনতে পারে। যে বিষয়গুলো নিয়ে পূর্বসংস্কারে জড়িত, সে বিষয়গুলো টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রদর্শন করলে তা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। দেখা গেছে যে, জাতিগত পূর্বসংস্কার শিক্ষণীয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে হ্রাস পেয়েছে (মিডলটন, ১৯৬০)।

সমাজ মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গণমাধ্যমের কর্মীরা এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করলে এবং একত্রে উদ্যোগ নিলে পূর্বসংস্কার সহজে কমিয়ে আনা যাবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ০৯ বদ্ধমূল ধারণা

টপিক ০৯: বদ্ধমূল ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বদ্ধমূল ধারণা

ব্যক্তি প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল ধারণা বিশেষভাবে কাজ করে। বদ্ধমূল ধারণা হলো কোনো শনাক্তকারী দলের মনোভাব ও বিশ্বাসকে সাধারণভাবে প্রভাবিত করা। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের কতগুলো বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। বদ্ধমূলক ধারণা হলো ব্যক্তি সম্পর্কে কত কম তথ্যনির্ভির ও অবিশ্বাস্য রকমের সংক্ষিপ্ত ধারণা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর কেবলমাত্র শ্রেণিভুক্তিকরণের ভিত্তিতে গুণাবলি আরোপ করাকে বদ্ধমূল ধারণা বলা হয়।

ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, "বদ্ধমূল ধারণা হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট দলের লোকের বৈশিষ্ট্যের বিশ্বাসের একটি তালিকা যা সব দলের সদস্যদের সবার জন্য প্রযোজ্য।"

[Stereotype is a set of beliefs about the characteristics of people in a particular group that is generalized to all most all group members. উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 435]

বদ্ধমূল ধারণা

মর্গান এবং সাথীরা বলেন, "বদ্ধমূল ধারণা হলো এমন একটা নির্দিষ্ট সেটের বৃহত্তর অতিরিক্ত সাধারণ বিশ্বাস, যা একটি দলের সদস্যদের চরিত্র নির্দেশ করে।"

(Stereotypes are fixed sets of greatly oversimplified beliefs that are said to characterize members of a group. উৎস: Introduction to Psychology; Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited; 1983; P. G-23.)

বদ্ধমূল ধারণা হলো, কোনো একটি নির্দিষ্ট দলের লোকের বৈশিষ্ট্যের বিশ্বাসের একটি তালিকা যা সব দলের সদস্যদের সবার জন্য প্রযোজ্য। বদ্ধমূল ধারণা সাধারণত প্রকৃত তথ্য থেকে অনেকটা ভ্রান্ত ও ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন জাপানিরা পরিশ্রমী, ইহুদিরা কৃপণ, বাঙ্গালিরা বুদ্ধিমান, জোলারা বোকা ইত্যাদি বদ্ধমূল ধারণার উদাহরণ।

বদ্ধমূল ধারণা

বদ্ধমূল ধারণার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১। শ্রেণিভুক্তকরণ,

২। গুণাবলি আরোপে মতৈক্য ও

৩। প্রকৃত ও আরোপিত গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য

বদ্ধমূল ধারণা

১। শ্রেণিভুক্তকরণ : ব্যক্তি বা দলের অনেক গুণাবলির মধ্যে বিশেষ কিছু শারীরিক বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গুণাবলিকে শনাক্ত করার জন্য নির্বাচিত করা হয় এবং অন্য গুণাবলিকে অবজ্ঞা করা হয়।

২। গুণাবলি আরোপে মতৈক্য: বদ্ধমূল ধারণার শ্রেণিভুক্তকরণের সাথে সাথে একই শ্রেণির অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ কতগুলো বিশেষ সংলক্ষণের অধিকারী বলে প্রত্যক্ষণকারীদের মধ্যে একটা মতৈক্য গড়ে ওঠে। যেমন- বাঙালিরা ভোজনপ্রিয়, অলস, সঙ্গীতপ্রিয়, অতিথিপরায়ণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত। নিগ্রোরা অলস, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অপরিষ্কার জাতি। কিছু গুণাবলি আরোপের ভিত্তিতে এভাবে ঐকমত্য সৃষ্টি করা হয়।

৩। প্রকৃত ও আরোপিত গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য: বদ্ধমূল ধারণা প্রায় সময়ই ভ্রান্ত হয়ে থাকে। কারণ এগুলো ব্যক্তির প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কতিপয় বিশেষ গুণের আড়ালে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণে অন্যান্য গুণাবলি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ কারণে অতি সংক্ষিপ্ত তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনাটি প্রাধান্য পায়। কোনো জোলা (তাঁতী) বোকামি করেছে বলেই ঐ সম্প্রদায়ের সকলকে বোকা ভাবা ঠিক নয়। কিন্তু এ ভুলটিই অর্থাৎ প্রকৃত ও আরোপিত গুণাবলির পার্থক্যই বদ্ধমূল ধারণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ১০ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।মনোভাব হলো কোনো কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে যাবার পূর্ব প্রস্তুতি।"-সংজ্ঞাটি কার?

ক. মারফি, মারফি ও নিউকোম্ব　　খ. আলপোর্ট

গ. জিম্বার্ডো　　ঘ. রোজেনবার্গ

২। সমব্যবধান বিশিষ্ট মানক কোনটি?

ক. লিকার্ট মানক　　খ. থার্স্টোন ও সেভ মানক

গ. হাইডার মানক　　ঘ. বোগারডাস মানক

৩।"শতশত বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসগুলো গুচ্ছতা ধারণ করে মনোভাব গঠিত হয় এবং শতশত মনোভাব সুসংগঠিত হয়ে ব্যক্তির মধ্যে কয়েকটি মূল্যবোধের তৈরি হয়।"-উক্তিটি কার?

ক. আলপোর্ট　　খ. জিম্বার্ডো ও এবেসন

গ. রেজেনবার্গ　　ঘ. রাকিচ

৪.মনোভাবের উপাদান কয়টি?

ক. ২টি　　খ. ৩টি　　গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

৫।কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান মনোভাবের কোন উপাদান?

ক. অবহিতিমূলক　　খ. অনুভূতিমূলক　　গ. ক্রিয়ামূলক　　ঘ. ধারণাগত

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬।কোন শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে-এটি মনোভাবের কোন্ উপাদান?

ক. অবহিতিমূলক খ. অনুভূতিমূলক গ. ক্রিয়ামূলক ঘ. ধারণাগত

৭।কোনো শিক্ষক সমস্যায় পড়লে ছাত্র তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে-এটি মনোভাবের কোন উপাদান?

ক. অবহিতিমূলক খ. অনুভূতিমূলক গ. ক্রিয়ামূলক ঘ. ধারণাগত

৮।শিক্ষক সম্পর্কে ছাত্রের ভালো জ্ঞান হলো-

ক. অবহিতিমূলক উপাদান খ. অনুভূতিমূলক উপাদান

গ. ক্রিয়াগত উপাদান ঘ. ধারণাগত উপাদান

৯। প্রিয় নেতার বিরুদ্ধে সমালোচনা খণ্ডন করা ঘটনাকে কী বলে?

ক. অবহিতিমূলক খ. অনুভূতিমূলক

গ. ক্রিয়ামূলক ঘ. ধারণাগত

১০। বদ্ধমূল ধারণা কোনটি?

ক. রাস্তায় হোঁচট খেলে অমঙ্গল হয় খ. মৃত্যু সংবাদ বিপদ আনতে পারে

গ. পরীক্ষার আগে ডিম খেতে নেই ঘ. জাপানিরা পরিশ্রমী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১। সমান দূরত্ববিশিষ্ট মানক কোনটি?

ক. থাস্টান ও সেভ মানক
খ. লিকার্ট মানক
গ. বোগার্ডাস মানক
ঘ. হাইডার মানক

১২। সামাজিক দূরত্ব পরিমাপক মানক কোনটি?

ক. থার্স্টোন ও সেভ মানক
খ. লিকার্ট মানক
গ. বোগার্ডাস মানক
ঘ. হাইডার মানক

১৩। কোন্ মানকের পাঁচটি মাত্রা রয়েছে?

ক. থাস্টান ও সেভ মানক
খ. লিকার্ট মানক
গ. বোগার্ডাস মানক
ঘ. হাইডার মানক

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – মনোভাব

টপিক – ১১ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নাহিন নবম শ্রেণিতে পড়ে। সে বাবার সঙ্গে প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ে এবং টেলিভিশনে খবর শুনে। সম্প্রতি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশাধীন রোহিঙ্গাদের দুঃখ-দুর্দশার খবর তাকে কষ্ট দেয়। কীভাবে তাদের সাহায্য করা যায় এই নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। নাহিনের মামা মতিন সাহেব যে কোনো বিষয় সম্পর্কে যথার্থ বিবেচনা ছাড়াই যুক্তিহীন, নেতিবাচক ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন। যেমন- তিনি মনে করেন দরিদ্রদের লেখাপড়া করার প্রয়োজন নেই।

মতিন সাহেবের এ ধরনের মানসিকতা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(ক) মনোভাব কী?

(খ) প্রাসঙ্গিক আইন প্রণয়ন কীভাবে পূর্বসংস্কার হ্রাস করে?

(গ) নাহিনের আচরণ মনোভাবের কোন উপাদানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) মতিন সাহেবের মানসিকতা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় কী বলে? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ কর।

[ঢাকা, যশোর সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড-২০১৮]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

দৃশ্যকল্প-১: চৌধুরী সাহেব সর্বদা নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করেন। তিনি মনে করেন, তার বংশের লোক ছাড়া অন্যান্য লোকেরা উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন। তাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন খুবই নিম্নমানের। তিনি চান সবাই তার প্রশংসা করুক, সম্মান করুক। তিনি প্রায়ই অন্যদেরকে হেয় করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : রবি, রাজা ও রানী একই পাড়ায় বসবাস করেন। দীর্ঘদিন একই পাড়ায় বসবাসের ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের সখ্যতা গড়ে উঠেছে। পাড়ার লোকেরা বলে, "রবি, রাজা ও রানীকে পছন্দ করে কিন্তু রাজা, রবিকে পছন্দ করলেও রানীকে অপছন্দ করেন।"

(ক) পূর্বসংস্কার কী?

(খ) মনোভাব গঠনে পরিবার প্রধান মাধ্যম কেন?

(গ) চৌধুরী সাহেবের মনোভাব যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা কীভাবে গঠিত হয় ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) রবি, রাজা ও রানীর মনোভাবে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা পরিবর্তনের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা কর।

[রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড-২০১৮]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রহিম তার বন্ধু করিমকে বলল, মানবশিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার সময় সমাজীকরণের মাধ্যমে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার বিকাশ লাভ করে থাকে যেটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক হতে পারে। এই ধারণার প্রেক্ষিতে ব্যক্তি কোনো কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করে থাকে। অন্যদিকে করিম বলল, অর্জিত এই ধারণাটি আবার পরিবর্তনও হয়ে থাকে। এর পরিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে হাইডার (১৯৫৮, ১৯৬৪) এবং নিউকম্ব (১৯৫৩, ১৯৫৯) প্রণীত মতবাদটি উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদে তাঁরা অবহিতিকে ঐ ধারণার একটি অন্যতম উপাদান বলে উল্লেখ করেছেন।

(ক) বদ্ধমূল ধারণা কী?

(খ) পূর্বসংস্কার সহজাত নয় কেন?

(গ) রহিম যে ধারণার কথা বলেছে তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) করিম যে মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছে তার দুটি অবস্থা বিশ্লেষণ কর।

[রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯]

THANK YOU